এফএফডি–৪, সেভিলা, স্পেন, ৩০ জুন–৩ জুলাই ২০২৫ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আহবান

সহায়তা প্রদানের চেয়ে এসডিজি অর্জনে বাংলাদেশের পাচারকৃত টাকা ফেরত দিন

১. ফাইনান্সিং ফর ডেভেলপমেন্ট (এফএফডি) কী?

"ফাইনান্সিং ফর ডেভেলপমেন্ট" (এফএফডি) একটি জাতিসংঘ নেতৃত্বাধীন প্রক্রিয়া। এটি টেকসই উন্নয়নের জন্য, এটি বিশেষত ২০৩০ এজেন্ডা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) বাস্তবায়ন করার জন্য তহবিল সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে একটি বিস্তৃত কাঠামো (ফ্রেমওয়ার্ক)[১]। স্পেনের সেভিলা শহরে আগামী ৩০ জুন থেকে ৩ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত এর চতুর্থ আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এই সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ ২০১৫ সালে ঘোষিত আদ্দিস আবাবা অ্যাকশন এজেন্ডা (এএএএ) এর টেকসই উন্নয়নের অগ্রগতি ও এর অর্থায়নের বিভিন্ন ফাঁকগুলি পর্যায়ক্রমে চিহ্নিত করবে। সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আন্তঃসরকারি আলোচনা ও প্রাপ্ত ফলাফল (আউটকাম ডকুমেন্ট) নিয়ে রাষ্ট্রগুলো একমত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এখানে সম্ভাব্য আলোচ্য বিষয়গুলো হলো: উন্নয়নের এজেন্ডাগুলির জন্য পূর্ববর্তী অথায়নে প্রতিশ্রুতি পুনরায় নিশ্চিত করা; বর্তমান চ্যালেঞ্জ এবং অর্থায়নের ব্যবধানগুলি মোকাবেলায় নতুন প্রতিশ্রুতি এবং কাজের রূপরেখা তৈরি করা; আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংস্কারের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা; টেকসই উন্নয়নের জন্য অর্থায়নে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করা এবং অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও ফলোআপ প্রক্রিয়া বাড়ানো।

২. এফএফডি–৪ কেন বাংলাদেশের এসডিজিগুলি বাস্তবায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ?

এফএফডি–৪ বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) অর্জনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ টার্নিং পয়েন্ট। এফএফডি–৪–এ স্থানীয় রিসোর্স মোবিলাইজেশন (ডিআরএম), বৈদেশিক দেনা বিষয়ক নীতিমালা এবং জলবায়ু অর্থায়ন ইত্যাদি বিষয়গুলো যা আগামী বাংলাদেশের অগ্রগতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে[২]।

ক্রমাগত আর্থিক সহায়তা কমে যাওয়া এবং দেনার চাপ বৃদ্ধি পাওয়া একটি দেশের উন্নয়নের জন্য ক্ষতিকারক। এফএফডি–৪–এ এই সকল দেশের ট্যাক্স সিস্টেমকে শক্তিশালী করার উপর জোর দেওয়া হয় এবং দেনার ন্যায্যতা ও পুনর্গঠন নিয়ে আলোচনা করা হয়, যা দেশের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি, দারিদ্র্যতা হ্রাস এবং ক্লিন এনার্জির উদ্যোগকে এগিয়ে নিতে এবং প্রয়োজনীয় তহবিল সরবরাহে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সহায়তা করে। এফএফডি–৪ এর আলোচনার ফলাফল, বাংলাদেশকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উৎস থেকে তহবিল পেতে এবং এসডিজি অর্জনের যাত্রা ত্বরান্বিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

বাংলাদেশ একটি অনুন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উন্নয়নশীল দেশের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এই মাইলফলক ২০২৬ সালের মধ্যে বাংলাদেশ অর্জন করতে পারবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। দেশটি তার বিশ্বব্যাপী এসডিজি র‍্যাঙ্কিং এ উন্নতি করেছে, এটি গত সাত বছরে ১২০ তম থেকে ১০১ তম স্থানে চলে এসেছে[৩]। যাইহোক, তারপরেও বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য খাতের সাম্প্রতিক সময়ের বিশ্লেষণ করলে বর্তমান এসডিজির উন্নয়নের বিপরীতে একটি অন্ধকার চেহারা দেখা যায়, যেমন, জলবায়ু ঝুঁকিতে বাংলাদেশ বিশ্বের ৭ তম বিপদাপন্ন দেশ[৪]। দেশের মোট জনসংখ্যার ৫৬% (প্রায় ৯০ মিলিয়ন) জলবায়ু ইস্যুতে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে বাস করে[৫]। প্রায় ১.৭৮ মিলিয়ন শিশুরা শিশুশ্রমে নিযুক্ত। জাতীয় দারিদ্র্যের হার ১৮.৭%[৬] এবং যা দেশটির সাম্প্রতিক দারিদ্র্যতা বৃদ্ধির হারকে নির্দেশ করছে। কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার অনুপাত এবং পারিশ্রমিক প্রদানের হার সমান নয়; সর্বক্ষেত্রে নারীর প্রতিনিধিত্ব কম, জেন্ডার–ভিত্তিক সহিংসতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাল্য বিবাহের বর্তমান হার ৫১.৪০%, ইত্যাদি।

৩. প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে এফএফডি–৪ এ বাংলাদেশের জরুরী আহবান:

৩.১. টেকসই উন্নয়নের তহবিলের জন্য অনুদানের চেয়ে বাংলাদেশ থেকে পাচারকৃত অর্থ ফেরত দিন

গত ১৫ বছরে, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, আমলা এবং পুলিশসহ বিভিন্ন সেক্টরের ব্যক্তিরা বিদেশে ১০০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি পাচার করেছেন বলে জানা গেছে। এই তথ্যটি সম্ভবত অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। তবে এটি প্রকৃত পরিমাণের কাছাকাছি থাকলেও এর প্রভাবগুলি হবে আমাদের জন্য বিস্ময়কর। এই প্রসঙ্গে বলতে গেলে বলা যায় যে, ১০০ বিলিয়ন ডলার আগামী দুই বছরের জন্য বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটের সমান। এটি বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুসারে দেশের মোট বৈদেশিক দেনার সমান। কারো কারো মতে, এই অর্থ যদি পাচার না করা হত তবে এটি সরকারী এবং বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের প্রায় সমস্ত বৈদেশিক দেনাকে পরিশোধ করতে পারতো। যদি এই পাচারকৃত টাকা ফেরত আনা যায় তবে এই অর্থ মুদ্রাস্ফীতি রোধে সহায়তা করবে এবং বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে যাওয়ার চাপকে সহজ করবে[৭]।

দেশে দিন দিন বৈদেশিক আর্থিক সহায়তা প্রদান হ্রাস পাচ্ছে। ইউএসএআইডির তহবিল প্রদান বন্ধ হয়ে যাওয়া কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫–এ যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, "প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বর্ধিত বিনিয়োগকে অর্থায়ন করতে" ২০২৭ সালে মোট জাতীয় আয়ের (জিএনআই) ০.৫% থেকে সহায়তা ব্যয় হ্রাস করে ৩% করবে তার সরকার[৮]। ডাচ ডেভেলপমেন্ট এইড তার জিএনআইয়ের ০.৬২% থেকে ০.৪৪% এ হ্রাস করবে। ডাচ বিদেশী বাণিজ্য ও উন্নয়ন মন্ত্রী ডাচদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য ২০২৭ সাল থেকে ২.৪ বিলিয়ন ডলার তহবিল হ্রাস করার ঘোষণা দিয়েছেন[৯]। তেমনিভাবে, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড এবং বেলজিয়ামও ২০২৫ সালে তাদের সহায়তা হ্রাসের ঘোষণা দিয়েছে[১০]। সুতরাং, ধনী দেশগুলিও আগামীতে আমাদের খুব বেশি সহায়তা প্রদান করবে তা আশা করা ঠিক হবে না। অতএব, এফএফডি–৪ কে পাচারকৃত অর্থায়ন বন্ধ করা এবং বাংলাদেশের মতো দেশ থেকে পাচারকৃত অর্থ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

---

[১] https://financing.desa.un.org/about-ffd4
[২] www.unep.org/events/conference/fourth-international-conference-financing-development-ffd4
[৩] Sustainable Development Report, 2023 by the Sustainable Development Solutions Network (SDSN) and the Bertelsmann Stiftung
[৪] Global Climate Risk Index (CRI) 2021
[৫] National SDG Report (VNR) 2025, by Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh.
[৬] Bangladesh Bureau of Statistics (BBS).
[৭] https://www.thedailystar.net/opinion/views/news/what-bangladesh-can-do-get-back-laundered-wealth-3717016
[৮] https://commonslibrary.parliament.uk/uk-to-reduce-aid-to-0-3-of-gross-national-income-from-2027/
[৯] http://bit.ly/43iluqf
[১০] Singh, S_Humanitarian Reset - A Decolonial Perspective

৩.২. বাংলাদেশের অবৈধ দেনা বাতিল করুন

২০২৪ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশের বৈদেশিক দেনা ১০৩ বিলিয়ন ডলারে ছাড়িয়ে গিয়েছে। যা ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে দেনা (৫১ বিলিয়ন ডলার) থেকে দ্বিগুণ[১১]। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে, বাংলাদেশের মাথাপিছু বৈদেশিক দেনা ৬০৫ ডলারে পৌঁছেছে, যা ২০১৫ অর্থ বছরের তুলনায় ১৩৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ সরকার স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, অথচ ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের জাতীয় বাজেটে বৈদেশিক দেনা প্রদানের জন্য মোট ব্যয়ের ১৫.৪% বরাদ্দ করা হয়েছে। আর এই অর্থায়নের জন্য, সরকার ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে বাজেটের ১২.২% জোগাড়ের পরিকল্পনা করেছে।

বৈদেশিক দেনা দ্বিগুণ হবার কারণ হিসেবে দেখা যায় যে বড় বড় অবকাঠামো নির্মাণ ও বৈদ্যুতিক প্রকল্প (পাওয়ার প্লান্ট) এর জন্য ঋণ গ্রহণ, যা সাধারণ মানুষের জীবনে কমই উপকারে এসেছে তবে মানুষ এখন তার দাম দিচ্ছে। দুর্নীতির এইসব প্রকল্প এবং মানুষের বৃহত্তর উপকারে আসেনি বাংলাদেশের এমন বৈদেশিক দেনাগুলো অতি দ্রুত বাতিল করা উচিত।

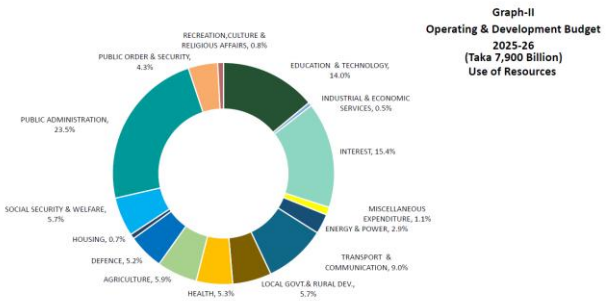

Sector-wise Resource Distribution (Including Subsidies & Incentives and Pension)

এছাড়া, বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী জলবায়ু ঝুঁকি সূচকে ৭ম স্থানে রয়েছে। আইপিসিসির মতে, ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা, লবণাক্ততা এবং অনিয়মিত আবহাওয়ার কারণে ২০৫০ সাল নাগাদ দেশটি তার খাদ্য উৎপাদন ক্ষমতার ৩০% পর্যন্ত হারাতে পারে। উপকূলীয় অঞ্চলগুলি ইতিমধ্যে একটি গুরুতর সুপেয় পানির সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে, যা কৃষিকাজ এবং দৈনন্দিন জীবন উভয়কেই ভীষণভাবে প্রভাবিত করছে। জলবায়ু-সম্পর্কিত ক্ষতিকর প্রভাবগুলির কারণে দেশে বছরে আনুমানিক ১২ বিলিয়ন ডলার ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও, বাংলাদেশ জলবায়ু তহবিল হতে প্রায় ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার গ্রহণ করে, যার বেশিরভাগই অনুদানের পরিবর্তে বিদেশী ঋণ আকারে আসে। যেহেতু বাংলাদেশ ঐতিহাসিকভাবে বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণে সামান্য অবদান রেখেছে, তাই জলবায়ু সংকটের জন্য এ দেশ কোনভাবেই দায়বদ্ধতা বহন করতে পারে না। সুতরাং, দেশের জলবায়ু সম্পর্কিত বৈদেশিক দেনা বাতিল করতে হবে এবং সমস্ত জলবায়ু তহবিলে ন্যায্যতা নিশ্চিত করার জন্য এ সহায়তাকে অনুদান হিসাবে প্রদান করতে হবে।

৩.৩. কর ন্যায্যতা নিশ্চিত করুন এবং কর ও জিডিপির অনুপাত ঠিক করুন

২০২৪ সালে, বাংলাদেশের কর ও জিডিপি (ট্যাক্স-টু-জিডিপি) অনুপাত মাত্র ৭.৪% ছিল। যা এশিয়ার সমস্ত দেশগুলোর মধ্যে সর্বনিম্ন এবং যা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জলবায়ু অভিযোজন, দারিদ্র্য হ্রাস এবং নারীদের ক্ষমতায়নের মতো প্রয়োজনীয় জনসেবামূলক খাতগুলোতে বিনিয়োগের জন্য দেশের সক্ষমতাকে কমিয়ে দেয়।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) মতে, ট্যাক্স ফাঁকি ও এড়ানোর কারণে বাংলাদেশ বার্ষিক আনুমানিক প্রায় ৬০০ বিলিয়ন টাকা হারায়। এর বেশিরভাগই কর্পোরেট ট্যাক্স ফাঁকির সাথে যুক্ত। এই অর্থ দেশের জিডিপির প্রায় ০.১% এর সমতুল্য, যা দিয়ে স্বাস্থ্য খাতে বার্ষিক বরাদ্দ ১৫%, শিক্ষা খাতে ৬.৫% এবং সামাজিক সুরক্ষা খাতে বরাদ্দ ৫% পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এর লক্ষ্য ২০৩২ সালের মধ্যে ট্যাক্স-টু-জিডিপি অনুপাত ১০% এবং ২০৩৫ সালে তা ১০.৫% বাড়ানো। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) চলতি অর্থ বছরে ০.৬ শতাংশ কর বৃদ্ধির জন্য চাপ দিয়েছে[১২]। এর ফলে ট্যাক্স সিস্টেমগুলির সংস্কার করা বা করের ভিত্তি সুষ্ঠুভাবে সম্প্রসারণের পরিবর্তে সরকার প্রয়োজনীয় পণ্য ও সেবাগুলির উপর ছাড় তুলে দিয়ে ও ভ্যাট দ্বিগুণ করেছে এবং সাধারণ নাগরিকদের উপর করের এই অন্যায্য বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। কর চাপিয়ে দেওয়ার এই প্রতিক্রিয়াশীল কৌশলটি কর ন্যায্যতা বিচারের নীতিগুলির বিরোধী। অর্থনীতিবিদদের মতে, পরোক্ষ কর ১% বৃদ্ধির ফলে দারিদ্র্যের হার ০.৪২% পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

৪. এফএফডি-৪ এ বাংলাদেশের দাবি

৪.১. **অবৈধ আর্থিক প্রবাহ বন্ধ করুন:** এফএফডি-৪ কে অবশ্যই অবৈধ আর্থিক প্রবাহ রোধ করতে এবং পাচারকৃত অর্থ ফেরত দিতে কার্যকর বৈশ্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। টেকসই উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন নিশ্চিত করাতে বাংলাদেশের মতো দেশগুলিতে এই অবৈধ ও পাচারকৃত তহবিল ফিরিয়ে দেয়া অপরিহার্য।

৪.২. **ওডিএ প্রতিশ্রুতি পূরণ করুন:** বৈশ্বিক উন্নয়ন সহায়তা (ওডিএ) প্রদানের হার সঙ্কুচিত হচ্ছে, তবুও বেশিরভাগ উন্নত দেশগুলি এখনও তাদের মোট জাতীয় আয়ের (জিএনআই) প্রতিশ্রুতির ০.৭% বৈদেশিক উন্নয়ন সহায়তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি পূরণ করছে না। কেবল ডেনমার্ক, জার্মানি, লাক্সেমবার্গ, নরওয়ে এবং সুইডেন এই লক্ষ্যটি পূরণ করেছে। অন্যান্য ওইসিডি দেশগুলিকে অবশ্যই তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে।

৪.৩. **অবৈধ বৈদেশিক দেনা বাতিল ও অনুদান হিসাবে জলবায়ু তহবিল প্রদান করুন:** বাংলাদেশে সমস্ত অবৈধ বৈদেশিক দেনা বাতিল করা উচিত। যে সকল দেশ কার্বণ নিঃসরণের জন্য ঐতিহাসিকভাবে দ্বায়ী নয়, তাদেরকে ঋণ নয় বরং অনুদান হিসাবে তহবিল সরবরাহ করতে হবে। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে আলোচনা এবং সম্মতি ব্যতীত কোনও নতুন বিদেশি ঋণ অনুমোদন করা উচিত নয়।

৪.৪. **এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন পরবর্তী শুল্কমুক্ত কোটা-ফ্রি (ডিএফকিউএফ) সুবিধা নিশ্চিত করুন:** একটি সুন্দর রূপান্তর নিশ্চিত করতে এবং দেশের রফতানি এবং কর্মশক্তি সুরক্ষার জন্য এলডিসি স্ট্যাটাস থেকে বের হওয়ার পরেও কমপক্ষে ১০ বছর ধরে বাংলাদেশকে শুল্কমুক্ত কোটা-ফ্রি (ডিএফকিউএফ) বাজার সুবিধা প্রদান করতে হবে।

৪.৫. **জাতিসংঘ নেতৃত্বাধীন ন্যায্য কর সংস্কার:** আইএমএফ- চাপানো করের সংস্কারগুলি প্রায়শই জনকল্যাণবিমুখ এবং দারিদ্র্যকে বাড়িয়ে তোলে। ন্যায়বিচার, সাম্যতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশে কর সংস্কারকে জাতিসংঘের বৈশ্বিক কর সম্মেলন এর নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত।

৪.৬. **রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় পূর্ণ তহবিল প্রদান:** বাংলাদেশের ২০২৪ রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় জয়েন্ট রেসপন্স পরিকল্পনা (জেআরপি) উল্লেখযোগ্য তহবিলের ঘাটতির মুখোমুখি হয়েছে। ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত (৮৫২.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার চাহিদার বিপরীতে প্রাপ্ত মাত্র ৫৪৫.৪ মিলিয়ন ডলার) চাহিদার মাত্র ৬৪% অর্থায়ন পাওয়া গেছে। রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলা একটি বিশ্বব্যাপী দায়িত্ব। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অবশ্যই বাংলাদেশের মতো আশ্রয়দাতা দেশগুলিকে এই বোঝা চাপিয়ে না দিয়ে পূর্ণ সহায়তা প্রদান এবং টেকসই তহবিল নিশ্চিত করতে হবে।

COAST Foundation

equitybd

COAST Foundation, Metro Melody, House: 13, Road: 2, Shyamoli, Dhaka-1207. Phone: +88 02- 4102 5889, 5890, 5891
Email: info@coastbd.net, Web: www.coastbd.net

[11] www.thedailystar.net/business/news/external-debt-doubles-seven-years-3901161

[12] https://www.thedailystar.net/business/news/nbr-targets-105-tax-gdp-ratio-fy35-amid-imf-push-3882681